যুগান্তর

তারিখ 13 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

ওদের সাফল্যের মাঝেও স্বপ্নপূরণের শংকা

বন্দনা রানী

তাসলিমা আক্তার মনি

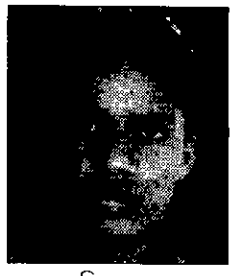
সুজিত কুমার

ময়না খাতুন

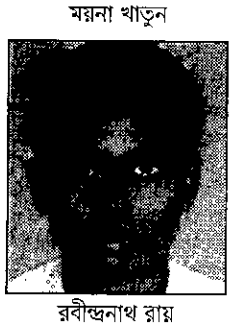
রবীন্দ্রনাথ রায়

মো. মিজানুর রহমান দুলাল, *লালমনিরহাট থেকে*

ওদের কারও বাবা দিনমজুর, কারও বাবা কাঠমিস্ত্রি। তাই কেউ অন্যের বাড়িতে গৃহকর্মী বা ক্ষিয়ের কাজ করে আবার কেউ কেউ বাবার সঙ্গে দিনমজুরি ও কাঠমিস্ত্রির কাজ করে। কিন্তু পড়াশোনার অদম্য বাসনা তাদের সবার। ঘরে আলো জ্বালানোর মতো কুপির তেলও ছিল না অনেকের। তবে শত বাধা পেড়িয়ে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে সবাইকে অবাক করেছে ওরা। এখন ওদের কেউ স্বপ্ন দেখছে ডাক্তার হবে, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাইছে। আবার কেউ সমাজে আলো ছড়াতে হতে চায় আদর্শবান শিক্ষক। কিন্তু সেই স্বপ্নে প্রধান বাধাঁ পড়াশোনার খরচ। তাই সাফল্য এলেও ভবিষ্যতের স্বপ্নপূরণে শংকা কাটছে না লালমনিরহাটের হাতীবান্ধার এ অদম্য মেধাবীদের।

ময়না খাতুন : হাতীবান্ধার দক্ষিণ সিন্দুর্ণা গ্রামের দিনমজুর মহির উদ্দিনের মেয়ে ময়না খাতুন। সংসারের অভাব-অনটনের কারণে গৃহকর্মীর কাজ করত সে। পড়ালেখার আগ্রহ দেখে এক গৃহকর্তা তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়। এরপর ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি আর জেএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে সেই পড়াশোনার আগ্রহ আরও বেড়ে যায় ময়নার। পরে টিউশনি করে নিজের লেখাপড়ার খরচ জোগায় ময়না। ময়না এবার বিজ্ঞান বিভাগে হাতীবান্ধার-লোকমান হোসেন উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। হতদরিদ্র পরিবারের এই মেয়েটি এখন স্বপ্ন দেখছে ভবিষ্যতে শিক্ষক হবে। কিন্তু ভালো কলেজে ভর্তিসহ পড়ালেখার খরচ আসবে কীভাবে? এমন চিন্তায় দিশাহারা ময়না।

সুজিত কুমার : বাবা খগেন্দ্র নাথের সঙ্গে প্রায় সময় দিনমজুরি করত সুজিত। বাড়ি হাতীবান্ধার পূর্ব সিন্দুর্ণা গ্রামে। ক্লাসে বরাবরেই ভলো ফলাফল করে সে। রাতের বেলা আলো জ্বালানোর মতো কুপির তেল ছিল না ঘরে। অনেক সময় চাঁদের আলোর ওপর নির্ভর করেই পড়ালেখা সারতে হয়েছে। সেই সুজিতই এবার হাতীবান্ধার লোকমান হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। কিন্তু এত ভালো ফলাফল অর্জন করেও মলিন তার মুখ। জানতে চাইলে সে এ প্রতিবেদককে বলে, বাবার সঙ্গে দিনমজুরির কাজ করেছি। গরিব আর খেটে খাওয়া মানুষগুলোকে বিনা চিকিৎসায় মরে যেতে দেখেছি। তাই মনে মনে স্বপ্ন এঁকেছি, একদিন ডাক্তার হয়ে সব মানুষের সেবা করব। কিন্তু এত অভাব মাথায় নিয়ে আগামী দিনের পড়ালেখা চলবে কী করে? তার কোনো হিসাব মেলাতে পারছে না সুজিত।

তাসলিমা আক্তার মনি : বাবা আবদুস সালাম দিনমজুর। মা এছমোতারা গৃহিণী। ভূমিহীন পরিবারের সন্তান তাসলিমা আক্তার মনি। অভাব-অনটনের মাঝে খেয়ে-না খেয়ে পড়াশোনা করেছে। সেই তাসলিমা আক্তার এ বছর হাতীবান্ধা আলহাজ সমশের উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। তার বাড়ি পশ্চিম বেজগ্রাম এলাকায়। ৪ ভাইবোন আর মা-বাবাসহ মোট ৬ জনের সংসার তাদের। তাসলিমার বড় ভাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স পড়ছে লালমনিরহাট সরকারি কলেজে। আর ছোট ভাই হাসান ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ও বোন আকলিমা পড়ছে তৃতীয় শ্রেণীতে। তাসলিমার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম দিনমজুর বাবা আবদুস সালাম কি পারবেন তার এই স্বপ্নপূরণ করতে?

বন্দনা রানী : হাতীবান্ধার সিন্দুর্ণা গ্রামের কাঠমিস্ত্রি শৈলেন চন্দ্রের মেয়ে বন্দনা রানী। তিন ভাইবোনের পড়াশোনাসহ সংসারের খরচ জোগাতে পারেন না বাবা। তাই মাঝে মধ্যে পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেও থেমে যায়নি বন্দনা। এবার হাতীবান্ধা লোকমান হোসেন উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ৫ পেয়েছে সে। এখন সে চিকিৎসক হতে চাইলেও কাঠমিস্ত্রি বাবা পড়ালেখার খরচ জোগাতে পারবেন কিনা— এমন সংশয় বন্দনা রানীর। বন্দনা জানায়, তার বড় বোন স্থানীয় ডিগ্রি কলেজে পড়ালেখা করছে। ভাই আপেল পড়ছে ৬ষ্ট শ্রেণীতে।

রবীন্দ্রনাথ রায় : বাবার সঙ্গে কাঠমিস্ত্রির কাজ করে রবীন্দ্রনাথ। শত অভাব-অনটনের মাঝেই চলে পড়াশোনা। প্রায় সময় না খেয়ে স্কুলে যেতে হয়। আর বইখাতা কিনতে টিউশনিও করছে। এরপরেও হাতীবান্ধার আলহাজ সমশের উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয় থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে জিপি-৫ অর্জন করেছে সে। বাড়ি হাতীবান্ধা উপজেলার পূর্ব বেজগ্রাম এলাকায়। এখন স্বপ্ন দেখছে ইঞ্জিনিয়ার হতে। কিন্তু দারিদ্রতার মাঝে সেই স্বপ্ন কি পূরণ হবে? এমন শংকা রবীন্দ্র নাথের।

অদম্য মেধাবীদের গল্প

রাজশাহীর তানোরে মায়ের সঙ্গে চায়ের দোকানে মৌসুমী যুগান্তর

চা-বিক্রেতার ঘরে আলোকিত মৌসুমী

ইমরান হোসাইন, *তানোর (রাজশাহী) থেকে*

রাজশাহীর তানোর পৌর এলাকার আকচা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌসুমী এসএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে। সন্তানের এমন সাফল্যে বেজায় খুশি দিনমুজর বাবা আবদুর মান্নান ও চা-বিক্রিতা মাতা নাজিরা বিবি। মেধাবী হওয়ায় পড়ালেখায় সব সময় অনুপ্রেরণ জোগাতেন তার মা নাজিরা বিবি। এজন্য শত প্রতিকুলতা সত্ত্বেও মৌসুমীর পড়ালেখায় ছেদ পড়েনি। পড়ালেখার খরচ জোগাতে মায়ের সঙ্গে চা-বিক্রি করত সে। ক্লাসে ভালো হওয়ায় স্কুলশিক্ষকরাও তাকে সহযোগিতা করেছেন। মৌসুমীর স্বপ্ন ডাক্তার হওয়া। কিন্তু চরম দারিদ্র্য তার সেই স্বপ্ন পূরণের পথে বড় বাধা। এই বাধা ডিঙিয়ে সেই স্বপ্ন পূরণ হবে কিনা সেই চিন্তায় হাসি নেই তার মুখে। মৌসুমীর বাবা আবদুল মান্নান এই প্রতিবেদককে জানান, রাস্তার ধারে সরকারি খাস জায়গায় একটি মাত্র টিনের কুঁড়েঘর তাদের। বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। হারিকেনের আলোতে মৌসুমী রাত জেগে পড়ালেখা করত। প্রাইভেট শিক্ষক রাখার মতো সমর্থ ছিল না আমার। কিন্তু মেয়ের পড়ালেখার আগ্রহ দেখে আমি অতি কষ্টে পড়ালেখা খরচ চালিয়ে গেছি। হাতে কাজ করে পেটে খাই। আমিও চাই আমার মেয়ে শহরের ভালো কলেজে পড়াশোনা করুক। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সামর্থ্য নেই। মৌসুমীর মা নাজিরা বিবি বলেন, কোনো কোনো দিন ঘরে খাবার থাকে না, না খেয়ে মেয়ে আমার স্কুলে গেছে। আমার স্বপ্ন মেয়েকে শহরের ভালো কলেজে পড়ানোর। কিন্তু আমার ইচ্ছে পূরণ হবে কিনা জানি না।

দিনমজুরি টিউশনি করেও সেরাদের দলে ওরা

আহসান হাবীব নীলু, *কুড়িগ্রাম থেকে*

অদম্য ইচ্ছার কাছে অভাব কিংবা অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। যার জলন্ত প্রমাণ কুড়িগ্রামের সাকিব ও আল আমিন। সব প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে আলোর উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে চারদিক। নিজের আয়ে চালিয়ে নিতে হয়েছে নিজের পড়াশোনা। ওদের জীবন গল্পটা আর দশজনের থেকে অনেকটাই ভিন্ন।

আল-আমিন হক

সাকিব

সাকিবের বাবা সামান্য দোকান কর্মচারী। ৪ হাজার টাকা মাসিক বেতনে সংসারের ঘানি টানাই কঠিন, সেখানে দুই সন্তানের লেখাপড়ার খরচ চালানো দায়। তাই মেধাবী সাকিবকে স্বপ্ন পূরণের পথে নানা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কিন্তু হতাশ না হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প করে সে। টিউশনি করে নিজের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে হয়েছে অষ্টম শ্রেণী থেকে। সাকিব আল হাসান এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার কাঁঠালবাড়ী দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। তার বাড়ি স্কুলের পার্শ্ববর্তী ফকিরপাড়া গ্রামে। সাকিবের বাবা আবদুল কুদ্দুছ কাঁঠালবাড়ী বাজারে একটি দোকানে কাজ করেন। সংসারে অভাব-অনটনের কারণে এক সময় লেখাপড়া বন্ধের উপক্রম হয় সাকিবের।

আল আমিন বাবা সবজি বিক্রেতা। সামান্য আয়ে ৫ সদস্যের পরিবারে অভাব-অনটন নিত্যসঙ্গী। এ পরিস্থিতিতে লেখাপড়ার খরচ জোগানো ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। খরচ জোগাতে তাই দিনমজুরির কাজ করতে হয়েছে আল আমিনকে। সবাইকে অবাক করে ছিনিয়ে এনেছেন সেরা সাফল্য। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার কাঁঠালবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে আল আমিন হক চলতি বছর এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছেন। ফলাফল প্রকাশের কিছুক্ষণ পর তার ভুবনেশ্বর গ্রামের নিজ বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় প্রতিবেশীরা ভিড় করছে তাকে ঘিরে। পরীক্ষায় ভালো করায় অনেকেই চাচ্ছেন মিষ্টি খেতে। কিন্তু তার দরিদ্র বাবা-মায়ের সাধ্য না থাকায় মলিন হয়ে গেছে তাদের মুখ।